

ভাষা জাতি রাষ্ট্র

*

জাতীয় সঙ্গীত বিতর্কের অবসান

অর্ণব

...জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি ছিল একটি ভাবনা মাত্র। কোনো নিদান বা ফতোয়া নয়। আপনারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকেই আপনাদের বেশি পছন্দ। তাতে আমাদেরও গৌরব কয়েকগুণ বেড়েছে বই কমেনি।

এবং আপনাদের সেই মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আমি আমার ভাবনাটিকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আশা করি আপনারাও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ভারতীয়তাকে যথোচিত সম্মান দেবেন।

...

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে আমার তর্কিত নিবন্ধের তর্ক জাতীয় সঙ্গীতকে ছাপিয়ে ভাষা জাতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনায় উন্নীত হয়েছে। বিপ্লববাবু পূর্বেও লিখেছিলেন, আবারও লিখলেন, ‘তাদের মাথায় কেও প্রোগ্রাম করে ঢুকিয়ে দিয়েছে বাঙলা ভারতের একটা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। সেটা দেখছি তোতাপাখির মতন সমস্ত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা আউড়ে যাচ্ছেন।’

এ সব তর্কে লাভ নেই, আসলে তানবীরা তালুকদার ঠিকই বলেছেন, একদেশের গালি আর একদেশের বুলি। কথাটা ডায়ালেক্টের প্রসঙ্গে উঠলেও সাংবিধানিক ভাষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

১

প্রথমেই আসি ভাষার প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের ৯৮% লোক বাঙালি, তাই সেদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ?

১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদেশের মোট মাতৃভাষার সংখ্যা ১৬৫২। তাই একটিমাত্র ভাষাকে কখনই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না। ঠিক যে যুক্তিতে একাধিক ধর্মসম্প্রদায় দেশে বিরাজ করলে কোন একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ধর্মের সঙ্গে ভাষার প্রধান পার্থক্যটি হল, ধর্ম একটি আসমানি বস্তু, তাকে ছাড়াও মানুষের চলে, কিন্তু ভাষাকে ছাড়া মানুষের চলে না। তাই সরকার চাইলে উপাসনা না করেও থাকতে পারে, জাতীয় মন্দির মসজিদ না বানিয়ে, সংবিধানে বিসমিল্লাহ্ ঙ্গ-কার না দিয়েও চালাতে পারে। কিন্তু ভাষাকে বাদ দিলে তার চলবে না। বিশেষত বহুভাষাভাষি দেশে একটি কেন্দ্রীয় সরকারি ভাষা থাকতেই হবে। তার জন্য অন্যান্য ভাষাগুলিকেও ভারত সরকার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের সনাতন রাজ্য ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয় ১৯৫৬ সালে। তৈরী হয় ভাষাভিত্তিক রাজ্য। হিন্দিকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষা রাখা হয় - কারণ এর বেশি একটি সংখ্যালঘু ভাষার পক্ষে কিছু করার সুযোগ ছিল না।

এই কেন্দ্রসরকারের ভাষা হিন্দি করার পক্ষে যারা সর্বাগ্রে মত দেন তাঁরাও ছিলেন বাঙালি - রাজা রামমোহন রায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও অবশ্যই বাংলাদেশিদের ‘আত্মার আত্মীয়’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতি বলতেও আমরা বুঝি দুটি পৃথক ধারণা। বিষ্ণুপুরাণে রয়েছে,

উত্তরং যং সমুদ্রসং হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি।।

শ্লোকার্থ : সমুদ্রের উত্তরে ও হিমাদ্রীর দক্ষিণে যে বর্ষ তা ভারত ও তার সন্তান ভারতী।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি অশোক আসমুদ্র-হিমাচল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর পথ ধরে গুপ্তরা, বিজাতীয় কণিষ্করা এমনকি মুসলমান বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজি বা জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবরও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে সচেষ্ট হন। এঁরা সবাই ভারতকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর জন্মভূমি অঞ্চলটুকুকে নয়। তারপর যখন বৃটিশরা আসে তখন তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত ভাষাগোষ্ঠী একত্রে রুখে দাঁড়ান। কারণ তাঁরা জানতেন ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। যাঁরা মনে করেন একমাত্র হিন্দু বাঙালিরাই ভারতকে ধর্মের সার্থে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তৎপর হয়েছিল, তাঁদের জন্য ভারতের প্রথম মহিলা বুদ্ধিজীবী বেগম রোকেয়ার উক্তিই যথেষ্ট - ‘আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী খৃষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি - আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী - তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।’

আমরা জাতি বলতে বাঙালিকে আগে বুঝি না, আগে বুঝি ভারতকে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - ‘ভারতবর্ষে চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূড় যোগকে অধিকার করা।’

বাংলাদেশি বন্ধুরা ভাষা নামক গভীর মধ্যে কূপমন্ডুক জীবনযাপনে বাধ্য। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মর্ম বুঝবেন না যতই রবীন্দ্রচর্চা করুন আর রবীন্দ্রসঙ্গীত গান। অভিজিতবাবু তাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যখনাপনাদের এত মাতামাতি তখন আপনারা কি ‘হে মোর চিত্ত পূন্য তীর্থে জাগো রে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’ গাইতে পারবেন। উনি উত্তর দেননি, যদি মৌনং সন্মতি লক্ষণম এই ঋষিবাক্য ধরে নিই, তবে তার কারণও আমার জানা। কারণ তাঁদের জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তা ভীষণই সংকীর্ণ - যাকে তাঁরা জাতীয়তা বলেন তা প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিকতা। বাংলাদেশিরা চটবেন না, কারণ একদেশের গালি আরেক দেশের বুলি।

বলেছিলাম বাংলাদেশিদের ভাব বিজাতীয় মনে হয়। তার কারণটা বলিনি। কারণ তাঁরা আমাদের মত তত সহজে ‘হে মোর চিত্ত’ গাইতে পারেন না, যতটা আমরা ‘সোনার বাংলা’ গাইতে পারি। ওঁরা বাংলাদেশি, ওঁদের জাতীয় পতাকা, জাতীয় ধর্ম সবই আমাদের থেকে আলাদা। ওঁদের দাবি আমাদের ওঁদের বিজাতীয় মনে হয় না, শুনে ভাল লাগল, এরপর আশা রইল ওঁদের মুখেও ‘হে মোর চিত্ত’, ‘যেদিন সুনীল জলধি হতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ’ বা ‘ওঠো গো ভারতলক্ষী’ শুনতে পাব।

রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিটিও বাংলাদেশের কাছে এক, ভারতের কাছে এক। বাংলাদেশ একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। যদিও এই ভূখন্ডের রাষ্ট্রধর্মব্যবস্থাটি খুব শক্তিশালী। তবুও এটিকে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র বলাই ভাল। আবার পাকিস্তানের মত একটি দেশের কাছে ভাষা নয়, প্রধান হল ধর্ম। কিন্তু ভারত গণরাজ্যের ভিত্তি ভাষা বা ধর্ম নয় - কারণ ঠিক যে কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সাম্প্রদায়িকতার দোষে

দুষ্টিতা, ঠিক সেই কারণেই রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো একটি বিশেষ ভাষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সাম্প্রদায়িকতা।

রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীও আঞ্চলিক ভাষাকে অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব দেন। ভাষা জাতি নির্মান করে, কিন্তু অনেকগুলি ক্ষুদ্র জাতি যখন একত্র হয় তখন শুধুমাত্র এক মহাজাতিই নির্মিত হয় না, গঠিত হয় এক মহাশক্তি। ভারত সৌভাগ্যবান যে সেই চেতনা পৃথিবীতে একমাত্র ভারতেরই আছে।

আশা করি বিপ্লববাবুর মতন পণ্ডিত যখন ভারতীয় ভাবাদর্শটি আমার বাংলাদেশি বন্ধুদের বোঝাতে অসমর্থ হয়েছেন, তখন আমার কথাও অভিজিতবাবুরা বুঝবেন না। বা বুঝেও না বোঝার ভান করবেন, যার দ্বারা তাঁদের জাতীয়তা রক্ষিত হবে।

পরিশেষে রাষ্ট্রপ্রসঙ্গে তানবীরা তালিকদারকে জানাই, তাঁদের জাতীয় ভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় কবি ইত্যাদির জন্য অভিনন্দন জানাই। এঁগুলিকে আমি অসম্মান করি না, একমাত্র ওই জাতীয় ধর্মটিকে ছাড়া। আশা করি তাঁদের এইসব জাতীয়তা বিশ্বে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করবে একদিন। আমরা ভারতীয়রা তাতে ভাগ বসাব না, কারণ অন্য দেশের জাতীয়তাকে শ্রদ্ধা করে ভারত। জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি ছিল একটি ভাবনা মাত্র। কোনো নিদান বা ফতোয়া নয়। আপনারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকেই আপনাদের বেশি পছন্দ। তাতে আমাদেরও গৌরব কয়েকগুণ বেড়েছে বই কমেনি।

এবং আপনাদের সেই মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আমি আমার ভাবনাটিকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আশা করি আপনারাও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ভারতীয়তাকে যথোচিত সম্মান দেবেন।

সুখময়বাবু, অভিজিতবাবু, তানবীরা, প্রদীপবাবু, বিপ্লববাবুসহ যাঁরা আমায় তালি বা গালি দিলেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাঁরা যেন আমার বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্যগুলি ‘একদেশের গালি আর একদেশের বুলি’ মনে করে ক্ষমা করেন।

১৫ই বৈশাখ, ১৪১৩

বেহালা কলকাতা